দৈনিক ইত্তেফাক

45

তারিখ 10 APR 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সম্পর্কিত শিক্ষক কমিটির সুপারিশ প্রণয়নে মন্থর গতি

রেজানুর রহমান ।। ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী ঘটনায় গঠিত দুইটি কমিটির একটিরও কাজের অগ্রগতি হয় নাই। কমিটি দুইটির একটি গঠিত হয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায়। অপরটি গঠন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট। শিক্ষক সমিতি কর্তৃক গঠিত কমিটির রিপোর্ট ১৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইলেও ২৫ দিনেও প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়

(৬ষ্ঠ পৃঃ -এর ৭কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস

(শেষপৃঃ পর)

নাই। অপরদিকে সিণ্ডিকেট কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি গত প্রায় এক মাসে একটি সভাও করে নাই।

১৩ই মার্চ ছাত্রনেতা রাজু নিহত হওয়ার পর শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির পক্ষ হইতে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নামে পৃথকভাবে পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্রে সন্ত্রাস নিরসনের লক্ষ্যে লিখিতভাবে প্রস্তাব/সুপারিশ পেশের জন্য শিক্ষকদের অনুরোধ করা হইয়াছিল। গতকাল (বুধবার) রাতে কমিটির একজন সদস্যের সহিত যোগাযোগ করিয়া জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় এক হাজার শিক্ষক/শিক্ষিকার এক-জনও লিখিতভাবে কোন প্রস্তাব পেশ করেন নাই। ফলে কমিটি কার্যত ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। উক্ত সদস্য জানান, 'আমরা হাল ছাড়িয়া দিই নাই। ১১ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর পুনরায় শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিকট সুপারিশদানের অনুরোধ করা হইবে।'

একই সময়ে সিণ্ডিকেটের উদ্যোগেও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। এই কমিটির কাজেরও কোন অগ্রগতি নাই। একটি সূত্র জানায়, এই কমিটি কাজ শুরু করিলেও সাক্ষীর অভাবে কাজ শম্বুকগতিতে চলিতেছে। এমনকি একজন সাক্ষীকেও সাক্ষ্য দিতে পাওয়া যায় নাই।

শুধু রাজু হত্যাকাণ্ডই নয়, ক্যাম্পাসে সংঘটিত ১০/১২টি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সঠিক সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। এ-ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য, সাক্ষী প্রমাণের অভাবে কমিটি রিপোর্ট সম্পন্ন করিতে পারিতেছে না। সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি, হলে হলে নোটিশ দিয়া অনুরোধও করা হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাক্ষী দিতে কেহ হাজির হয় নাই।

গত কয়েকদিন ক্যাম্পাস মোটামুটি শান্ত ছিল। তবে বিভিন্ন হলে বহিরাগতদের আনাগোনা কমে নাই। বহিরাগতরা ২/৩টি হলে কার্যত অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, সন্ত্রাস নিরসন ও সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাস হইতে বিতাড়নের লক্ষ্যে ১২ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের এক যৌথ সভা আহ্বান করা হইয়াছে। এই পরিবারভুক্ত সকল হলের প্রভোষ্ট, প্রক্টর, সকল অনুষদের ডীন, সিণ্ডিকেটের সদস্যবৃন্দ, সিনেটের শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উপস্থিত থাকিবেন। ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।